মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলায় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিযোগিতায় রিলে সাঁতার অনুষ্ঠিত না হলেও ১৬টি রিলে সাঁতারের পুরস্কার গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে দেওয়া ওই অভিযোগে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ওই প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা কোনো রিলে সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে পুরস্কার বিতরণের সময় সাঁতারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন শারীরিক শিক্ষক রিলে সাঁতারের ১৬টি পুরস্কার গ্রহণ করেন।

অভিযোগে সাঁতারে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মো. শরিফ উদ্দীন, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ফারাহ হোসেন, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মো. সোহেল রানা, হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আব্দুল কুদ্দুস এবং উজুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মো. জাকারিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম অভিযোগ করেন, যে খেলা অনুষ্ঠিতই হয়নি, সেই খেলার পুরস্কার কীভাবে বিতরণ করা হলো এ নিয়ে উপস্থিত প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা বিস্মিত হন। তিনি বিষয়টিকে অনিয়ম ও দুর্নীতি হিসেবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতার পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

অভিযোগে আরও বলা হয়, সাঁতার প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জাব্বারুল ইসলামও এ দায় এড়াতে পারেন না। বিষয়টি তাকে জানানো হলেও তিনি কোনো

কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ করেন আবুল কালাম। পরে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে জানানো হলেও তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন জানিয়েছেন বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম।

ঝিনাইদহে ঐতিহ্যবাহী সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

কালের বিবর্তনে গ্রামবাংলার বহু ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। একসময় বিভিন্ন মৌসুমে গ্রামে-গঞ্জে নানা খেলাধুলার আয়োজন হতো, যার অধিকাংশই এখন আর দেখা যায় না। তবে সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডু উপজেলার কাপাসহাটিয়া ইউনিয়নের দারিয়াপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো সাঁতার প্রতিযোগিতা।

গতকাল রবিবার দুপুর ৩টায় দারিয়াপুর গ্রামের যুবসমাজের উদ্যোগে নবগঙ্গা নদীতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার দূরত্ব নির্ধারণ করা হয় ৬০০ মিটার।

প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন এলাকা ও বিভিন্ন পেশার সাধারণ মানুষ অংশ নেন। মোট ৩০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১০ জনকে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জন করেন দারিয়াপুর গ্রামের রনি, ২য় স্থান অর্জন করেন চাঁদপুরের সোহেল, ৩য় স্থান অর্জন করেন চাঁদপুরের নয়ন। এছাড়াও আরও ৭ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হলে উৎসবমুখর পরিবেশে। গ্রামবাসী এই আনন্দঘন পরিবেশ উপভোগ করেন এবং ভবিষ্যতেও এধরনের প্রতিযোগিতা দেখতে চাওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন।

আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, আরশাদুল ইসলাম (ময়ূর) ও রাজ আক্তার। রেফারির দায়িত্ব পালন করেন, সেকেন্দার আলী। এছাড়া সহযোগিতায় ছিলেন জাহাঙ্গীর হোসেন, নাহিদ হাসান, বাসার আহমেদ, শিহাব হোসেন, মানিক মোল্লা প্রমুখ।

ঝিনাইদহে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি-২০২৩-২৪ এর আওতায় ঝিনাইদহে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকালে জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে জেলা শহরের ভূটিয়ারগাতি প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন পুকুরে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্বাঞ্চল সুইমিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া অফিসার মিজানুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াবিদ জয়নাল আবেদীন, ক্রীড়া শিক্ষক সুমাইয়া পারভীন, উপজেলা ও জেলা ক্রীড়া অফিসসহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ। এতে ২০ টি ইভেন্টে ৪০ জন ক্ষুদে সাঁতারু অংশগ্রহণ করে।